রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা

১৯৯৬

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

নকশা জমা দেওয়ার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি

পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

১। আবেদন পত্র সঠিকভাবে পূরণ করা হইয়াছে কিনা।

২। সি, এস, নকশায় জমির অবস্থান দেখান হইয়াছে কিনা।

৩। লে-আউট প্ল্যানে স্কেল ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক আছে কিনা।

৪। ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে পালনীয় শর্তাবলী সঠিক আছে কিনা।

৫। সময় বর্ধিতকরণের প্রমাণপত্র আছে কিনা- যদি প্রযোজ্য হয়।

৬। জমিতে যাওয়ার রুট ম্যাপ দেওয়া হইয়াছে কিনা।

৭। জমির মালিকানার প্রমাণপত্র আছে কিনা।

৮। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বেলায় রাজউকের শহর পরিকল্পনাবিদের ছাড়পত্র আছে কিনা।

৯। রাজউক বা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির বেলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র আছে কিনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

এস, আর, ও, নং ১১২-আইন/৯৬- তারিখ, ১৮ই জুলাই ১৯৯৬ ইং/৩রা শ্রাবণ ১৪০৩ বাং

Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর section 18 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ঃ**- এই বিধিমালা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় ঃ-**

(ক) 'আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান'' অর্থ বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১১) এ বর্ণিত ইমারতের চতুষ্পার্শ্বের প্রয়োজনীয় খালি জায়গা;

(খ) ''আবেদনপত্র'' অর্থ বিধি ৩ এর অধীন ইমারত্ নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের আবেদনপত্র;

(গ) ''তফসিল'অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঘ) ''ধারা'' অর্থ Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর কোন section;

(ঙ) ''নকশা'' অর্থ বিধি ৫ এর অধীন প্রণীত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের নকশা;

(চ) "নির্ধারিত ফরম'' অর্থ তফসিল-১ এ প্রদত্ত ফরম;

(ছ) ''সাইট'' অর্থ ইমারত বা ইমারতের অঙ্গন নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন এর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বিশিষ্ট কোন স্থান।

৩। **ইমারত নির্মান, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদি অনুমোদনের আবেদন ঃ**-(১) ধারা ৩ ও ৩ সি এর অধীন ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য অথরাইজড অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বিধি ৫ এর চাহিদানুযায়ী নকশা;

(খ) বিধি ৪ এর চাহিদানুযায়ী জমাকৃত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট, পে অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের অনুলিপি;

(গ) পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে, বিধি ২৭ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কাগজপত্র; এবং

(ঘ) এই বিধিমালার চাহিদানুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

(২) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে অথবা উপ-ধারা (১ক) এর অধীন কোন অনুমোদনের কার্যকরতা লোপ পাইলে পুনঃ অনুমোদনের জন্য অথরাইজড অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) সর্বশেষ মূল অনুমোদনপত্র অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এবং সর্বশেষ অনুমোদিত নকশা অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বিধি ৪ এর চাহিদানুযায়ী জমাকৃত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের অনুলিপি; এবং

(গ) এই বিধিমালার চাহিদানুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

(৩) আবেদনপত্র অথরাইজড অফিসারের কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে জমা প্রদান অথবা তাহার বরাবরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

৪। **ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির অনুমোদন ফি ঃ-**

(১) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে যথাযথ ফি প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মসজিদ, মন্দির, বিহার, গির্জা প্রভৃতি ধর্মীয়, উপাসনালয়ের ইমারত, যাহার কোন অংশ ধর্মীয় উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না, নির্মাণ অনুমোদনের জন্য কোন ফি প্রদান করিতে হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অনাবাসিক ইমারতের জন্য ন্যূনতম ১,০০০ টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে, আধাপাকা ইমারতের জন্য ন্যূনতম ১০০ টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারের অর্ধেক হারে,

এবং কাঁচা ইমারতের জন্য ন্যূনতম ৬০ টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারের এক-চতুর্থাংশ হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) পুকুর খনন অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ২,০০০ টাকা সাপেক্ষে পুকুরের আয়তন অনুসারে বিঘা প্রতি ২,০০০ টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা সাপেক্ষে কর্তন বা ধ্বংস সাধন এলাকার আয়তন অনুসারে বিঘা প্রতি ১০,০০০ টাক হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের কার্যকরতা লোপ পাইবার ক্ষেত্রে উহা পুনঃ অনুমোদনের জন্য এই বিধির অধীন প্রথমবারের অনুমোদনের জন্য দেয় ফি এর এক-তৃতীয়াংশ ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৫) অনুমোদনপত্র ও অনুমোদিত নকশার অতিরিক্ত বা সার্টিফাইড কপি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য ৫০ টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন প্রদেয় যাবতীয় ফি সংশ্লিষ্ট অনুমোদন দানকারী পৌর বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট, পে অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং আবেদনপত্রের সহিত উহার অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির নকশা ঃ-

(১) আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশদ বিবরণ সম্বলিত সাত ফর্দ নকশা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) নকশা মেট্রিক পদ্ধতিতে প্রণয়ন এবং উহার পরিমাপ মিটার ইউনিটে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বিধি ৬ এ উল্লেখিত কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত ও স্বাক্ষরিত করিতে হইবে।

(৩) নকশার একটি অংশ লে-আউট প্ল্যান বা বিন্যাস নকশারূপে চিহ্নিত হইবে এবং উহা ১ঃ২০০ স্কেলে অংকিত ও নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সাইটের এবং একই মালিকানাধীন সাইট সংলগ্ন জমির সীমানা,

(খ) প্রস্থের উল্লেখসহ নিকটস্থ রাস্তা বা রাস্তাসমূহ হইতে সাইটের অবস্থান,

(গ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের সাইট যে মহল্লায় বা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত উহার নাম,

(ঘ) সাইটের মধ্যে প্রস্তাবিত ইমারত, পুকুর বা বিদ্যমান পাহাড় এর অবস্থান,

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলে যাতায়াতের পথ,

(চ) সাইটে পূর্ব নির্মিত কাঁচা বা পাকা ইমারত থাকিলে তলা ও উচ্চতাসহ উহার অবস্থান অথবা পুকুর থাকিলে উহার অবস্থান, এবং

(ছ) সাইটের যথাযথ উত্তরদিক নির্দেশক চিহ্ন।

(৪) নকশার অপর একটি অংশ সাইট প্ল্যান বা এলাকা নকশারূপে চিহ্নিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথাঃ-

(ক) সাইট যে মৌজায় অবস্থিত সাইটের অবস্থানসহ উহার সি, এস, নকশার এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর, এস, বা এস, এ, নকশার অংশ বিশেষ অথবা উন্নয়নকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সাইটের অবস্থানসহ প্রকল্প এলাকার নকশার অংশ বিশেষ, এবং

(খ) সাইটের দাগ বা প্লট এবং পার্শ্ববর্তী দাগ বা প্লটসমূহের অবস্থান নির্দেশিকা।

(৫) ইমারত নির্মাণের নকশার ক্ষেত্রে, নকশার ইমারত সংক্রান্ত অংশটি অনধিক ২৫০ বর্গমিটার আয়তনের জমির উপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্র ১ঃ৫০ স্কেলে এবং তদূর্ধ্ব আয়তনের জমির উপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্র ১ঃ১০০ স্কেলে অংকিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখিত বা প্রদর্শিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বিস্তারিত মাপ ও আকারসহ ইমারতের প্রতি তলার পরিলেখ (ফ্লোর প্ল্যান) এবং সিঁড়ি ঘর, র‍্যাম্প, বহির্গমন পথ, লিফট কোর ইত্যাদির বিশদ পরিমাপ;

খ) ইমারতের বিভিন্ন অংশ বা কক্ষের ব্যবহার;

(গ) ইমারত সংলগ্ন প্রধান রাস্তার দিকে ইমারতের এলিভেশন ও একটি সেকশন এবং সিঁড়িঘর, র‍্যাম্প (যদি থাকে) বরাবর একটি সেকশন;

(ঘ) আবাসিক উন্মুক্ত স্থানে সানসেড ও ছাদের বর্ধিতাংশ থাকিলে উহার পরিমাণ;
(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গাড়ী পার্কিং স্থান; এবং
(চ) দরজা, জানালা ইত্যাদির অবস্থান।

(৬) বৃহদাকার ইমারতের ক্ষেত্রে 'কী-প্ল্যান' করিয়া একাধিক সিটে উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত নকশার বিবরণসমূহ উপস্থাপন করা যাইবে।

(৭) সাত বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে স্থাপত্যিক নকশা ছাড়াও কাঠামো নকশা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে নকশার তৎসংশ্লিষ্ট অংশটি ১ঃ১০০ স্কেলে অংকিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখিত বা প্রদর্শিত হইবে, যথাঃ-
(ক) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন যে এলাকাব্যাপী করা হইবে উহার সীমানা;
(খ) সাইট সংলগ্ন জমি যদি একই মালিকানাধীন হয় তবে উহা হইতে পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের অবস্থান;
(গ) নিকটবর্তী রাস্তা, ইমারত, পুকুর, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন হইতে পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের দূরত্ব;
(ঘ) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের একটি সেকশন।

(৯) নকশার প্রত্যেক ফর্দে (এমোনিয়া বা অন্যান্য প্রিন্টের উপর) আবেদনকারীর অমুদ্রিত স্বাক্ষর থাকিতে হইবে; আম-মোক্তারনামাবলে স্বাক্ষর করিলে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং আম-মোক্তারনামার সার্টিফাইড কপি নকশার সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(১০) ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্য এবং তদ্বারা আবৃত মোট জমির পরিমাণ ও তৎসঙ্গে সাইটের জমির পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। নকশা প্রণয়নকারীর যোগ্যতা ঃ-

(১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নের ১ নং কলামে বর্ণিত নকশা উহার বিপরীতে ২ নং কলামে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত হইবে, যথাঃ-

নকশার শ্রেণী	নকশা প্রণয়নের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি
১	২
চারতলা পর্যন্ত আবাসিক ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি, স্নাতক পুর কৌশলী, ডিপ্লোমা স্থপতি, ডিপ্লোমা পুর কৌশলী অথবা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নকশাকার।
পাঁচ বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট আবাসিক এবং যে কোন তলাবিশিষ্ট অন্যান্য ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডি, আই, পি, সড়কসমূহের পার্শ্বে নির্মিতব্য ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি
পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের নকশা	স্নাতক পুর কৌশলী অথবা স্নাতক স্থপতি

ব্যাখ্যা ঃ- এই উপ-বিধিতে "স্নাতক" "ডিপ্লোমা" ও "সার্টিফিকেট" বলিতে যথাক্রমে সরকার অনুমোদিত কোন

বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট বুঝাইবে।

(২) প্রত্যেকটি নকশায় উহার প্রণেতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিবে এবং কোন কনসালটিং ফার্ম বা কারিগরী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নকশার ক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ নকশাটির প্রকৃত প্রণয়নকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিবে।

(৩) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরী এলাকায় নকশা প্রণয়নের জন্য উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা উক্ত এলাকার নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য এই বিধি মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রণীত তালিকার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত কোন নকশা উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত কোন এলাকার ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য বিবেচিত হইবে না।

৭। আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি ঃ- (১) উপ-বিধি (২) সাপেক্ষে, আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত নকশা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান নিম্নরূপ সময়সীমার মধ্যে করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) আধাপাকা অথবা কাঁচা ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে; এবং

(খ) পাকা ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিলের ৪৫ দিনের মধ্যে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, কোন আবেদনপত্রে উল্লেখিত কোন তথ্য বা তৎসঙ্গে দাখিলকৃত কোন দলিল বা কাগজপত্র যদি অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটির নিকট অসম্পূর্ণ বা ভুল প্রতীয়মান হয় তবে অথরাইজড অফিসার বা উক্ত কমিটি আবেদনপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য বা দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ তথ্য বা দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের পর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নকশা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে।

(৩) অথরাইজড অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, ইমারত নির্মাণ কমিটি কর্তৃক কোন নকশা অনুমোদিত হইলে-

(ক) অবিলম্বে আবেদনকারীকে একটি অনুমোদনপত্র প্রদান করা হইবে এবং উহাতে প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন যে উদ্দেশ্যে করা হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে; এবং

(খ) দাখিলকৃত নকশার প্রত্যেকটি ফর্দে অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটির আদেশক্রমে উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব স্বাক্ষর করিবে এবং অনুমোদনপত্রের সহিত নকশার অনুরূপ স্বাক্ষরিত চারটি ফর্দ আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

(৪) অনুমোদিত নকশার একটি ফর্দ সর্বদা সাইটে রাখিতে হইবে যাহা অথরাইজড অফিসার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধক্রমে নির্মাণকারী দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) অনুমোদনপত্র প্রাপ্তির পর ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন কাজ আরম্ভ করিবার কমপক্ষে সাতদিন পূর্বে লিখিতভাবে অথরাইজড অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত নির্মাণ, খনন, কর্তন বা ধ্বংস সাধন চলাকালীন অবস্থায় সময় সময় অথরাইজড অফিসার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শন করিবে এবং অনুমোদন বহির্ভূত নির্মাণ, খনন, কর্তন বা ধ্বংস সাধন বন্ধ করিবার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **সাইট সংলগ্ন রাস্তা ও উহা হইতে ইমারতের দূরত্ব ঃ-** (১) ইমারতের সাইট সংলগ্ন অথবা সাইটের সহিত সংযোগকারী অন্যূন ৩.৬৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা থাকিতে হইবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার ক্ষেত্রে অন্যূন ৩.০০ মিটার প্রশস্ত রাস্তা হইতে হইবে।

(২) কোন সাইটে লম্বভাবে রাস্তা শেষ হইলে উহার প্রস্থ সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মালিকানা অনুমোদিত রাস্তা সর্বসাধারণের রাস্তা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) দুই রাস্তার সংযোগ স্থলের কোণে অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে সংযোগস্থলবর্তী কোণের দুইদিকে রাস্তা সংলগ্ন ১.০০ মিটার x ১.০০ মিটার জায়গা রাস্তার সরলীকরণের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) কোন ইমারত উহার নিকটবর্তী রাস্তার কেন্দ্র হইতে ন্যূনপক্ষে ৪.৫ মিটার অথবা রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে ১.৫ মিটার, যাহা অধিকতর, দূরে নির্মাণ করিতে হইবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তা দ্বারা সংযোগপ্রাপ্ত সাইটে রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে সর্বনিম্ন ১.৫ মিটার দূরে ইমারত নির্মাণ করা যাইবে।

(৬) সাইটের রাস্তা অভিমুখী দিককে ইমারতের সম্মুখ দিক এবং উহার বিপরীত দিককে পশ্চাৎ দিক হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৭) একাধিক রাস্তা সংলগ্ন সাইটের ক্ষেত্রে যে কোন একটি রাস্তাকে সম্মুখ দিক ধরিয়া বিপরীত দিককে পশ্চাৎ এবং অন্য দুই দিককে পার্শ্ব বিবেচনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে ইমারতের চারিদিকের আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে।

(৮) রাস্তার সমান্তরাল সাইটের গভীরতা ৯.১৫ মিটারের কম হইলে পশ্চাৎ দিককে পার্শ্ব ধরিয়া অন্য দুই পার্শ্বের যে কোন এক দিকে পশ্চাতের জন্য প্রযোজ্য আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান রাখা যাইবে।

৯। **বৈদ্যুতিক লাইন হইতে ইমারতের দূরত্ব ঃ-** কোন ইমারত খোলা বৈদ্যুতিক লাইন হইতে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অথবা ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের নিয়ম মোতাবেক নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে।

১০। **বিভিন্ন ইমারত নির্মাণে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা ঃ-**

(১) সকল প্রকার ইমারত নির্মাণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট শহর, নগর বা মহানগরীর মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবহারের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে।

(২) আবাসিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ছাড়াও অনধিক ১০ শয্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক, ব্যাংক, ফাষ্টফুড রেস্তোরা, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর দোকান (গ্রোসারী), হেয়ারড্রেসার সেলুন, চিকিৎসকের চেম্বার, ঔষধালয়, সংবাদপত্র সাময়িকী ষ্টল, ফুলের দোকান, লাইব্রেরী, ভিডিও ক্লাব, নার্সারী স্কুল, দর্জি ও টেইলারিং সপের জন্য ইমারত নির্মাণ করা যাইবে; তবে অনুরূপ ইমারত কেবল দুইটি রাস্তার সংযোগ স্থলে অবস্থিত সাইটে নির্মাণ করা যাইবে, যাহার মধ্যে একটি রাস্তা কমপক্ষে ৬.০০ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে, এবং উক্ত ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে আবাসিক ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থান আবাসিক, বাণিজ্যিক, অথবা উভয়বিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে এবং অনুরূপে স্থানে আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান রক্ষণ ও ইমারত দ্বারা ভূমি আচ্ছাদনের ক্ষেত্রে আবাসিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভূমি ব্যবহারের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পিত আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক

ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাণিজ্যিক এলাকার জমি আচ্ছাদন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং অনুরূপ স্থানে আবাসিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ১৫ এর বিধানাবলী অবশ্য পালনীয় হইবে।

(৫) নিকটস্থ প্রশস্ত রাস্তার কারণে আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারে রূপান্তরিত জমির ক্ষেত্রে উক্ত প্রশস্ত রাস্তা হইতে সরাসরি প্রবেশ পথ সম্বলিত জমি অনাবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) গুদামঘর এলাকা হিসাবে নির্ধারিত এলাকায়, গুদাম ও বাণিজ্যিক যৌথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ইমারতের বেজমেন্ট ব্যতীত অপর একটি ফ্লোর গুদাম হিসাবে নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

(৭) অনাবাসিক ও আবাসিক জমি পরস্পর সংলগ্ন হইলে, অনাবাসিক জমির ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, সংলগ্ন আবাসিক জমির সীমানা হইতে কমপক্ষে ২.৫০ মিটার জায়গা খালি রাখিতে হইবে এবং আবাসিক জমির দিকে কোন খোলা বারান্দা রাখা যাইবে না।

(৮) দুই বা ততোধিক রাস্তার সংযোগস্থলের ৫০.০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন বিপণী বিতান, প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যশালা, মিলনায়তন বা অনুরূপ সমাবেশ স্থান জাতীয় ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না; তবে সংযোগকারী রাস্তাসমূহের প্রস্থ ২৩.০০ মিটার বা ততোধিক হইলে অনুরূপ দূরত্বের মধ্যে সকল মেঝে মিলিয়া সর্বমোট অনধিক ৫০০.০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট বিপণী বিতান নির্মাণ করা যাইবে।

(৯) ৩০০ বর্গমিটার কিংবা ততোধিক মেঝে বিশিষ্ট বিপণী কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, রাস্তার সমান্তরাল ৬.০০ মিটার প্রশস্ত জমি ব্যবহারকারীদের আগমন-নির্গমন এবং যানবাহনে আরোহণ-অবরোহণের জন্য নীচ তলায় উন্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা উক্ত ইমারতের প্রয়োজনীয় গাড়ি পার্কিং স্থানের অতিরিক্ত হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৮) এর বিধান সাপেক্ষে, মিলনায়তন, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ এবং অনুরূপ সমাবেশস্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ইমারত, পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় কেবল উল্লিখিত ইমারতের জন্য নির্ধারিত স্থানে এবং বাণিজ্যিক বা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত এলাকায় যে কোন স্থানে, অন্যূন ১৫.০০ মিটার প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে নির্মাণ করা যাইবে, এবং এইরূপ ইমারতের ক্ষেত্রে রাস্তার সমান্তরাল ৬.০০ মিটার প্রশস্ত জমি ব্যবহারকারীদের আগমন-নির্গমন এবং যানবাহনে আরোহণ-অবরোহণের জন্য নীচতলায় উন্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা উক্ত ইমারতের প্রয়োজনীয় গাড়ী পার্কিং স্থানের অতিরিক্ত হইবে।

(১১) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এ বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী ইমারতের চতুষ্পার্শ্বে খালি জায়গা রাখিতে হইবে এবং উক্ত জায়গায় কোন সুতার, ফিন বা অনুরূপ কোন কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

১১। সীমানা দেয়াল ঃ- সাইটের সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সীমানা দেয়াল হিসাবে অনুর্ধ্ব ১.৭৫ মিটার উচ্চ বদ্ধ দেয়াল অথবা অনুর্ধ্ব ২.৭৫ মিটার উচ্চ গ্রীল, জালি বা রেলিং দেয়াল নির্মাণ করা যাইবে; বদ্ধ দেয়ালের উপর গ্রীল বা জালির দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে বদ্ধ দেয়াল অংশের উচ্চতা ভূমি হইতে ১.৭৫ মিটারের অধিক হইবে না; স্থান বিশেষে দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। ইমারতের উচ্চতা ঃ- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা সম্মুখবর্তী রাস্তার প্রস্থ এবং ইমারত ও রাস্তার মধ্যবর্তী উন্মুক্ত স্থানের যোগফলের দুইগুণের অধিক হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ যোগফলের দুইগুণ ঃ-

৭.৬০ মিটার হইতে ১০.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৯.৫০ মিটার হইবে,

১০.৬০ মিটার হইতে ১৩.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১২.৫০ মিটার হইবে,

১৩.৬০ মিটার হইতে ১৬.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১৫.৫০ মিটার হইবে,

এই হারে অর্থাৎ অনুরূপ যোগফলের দুইগুণের পরিমাণ ০১ মিটার হইতে ৩.০০ মিটার পর্যন্ত প্রতিটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৩.০০ মিটার করিয়া বৃদ্ধি পাইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, প্রথম শর্তাংশ অনুসারে ইমারতের উচ্চতা আরও কম না হইলে, সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ-

৪.৫৫ মিটার হইতে ৭.৫৯ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১৮.৫০ মিটার হইবে,

৭.৬০ মিটার হইতে ১০.৬৬ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ২৭.৫০ মিটার হইবে,

১০.৬৭ মিটার হইতে ১৫.২৪ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৪২.৫০ মিটার হইবে,

১৫.২৫ মিটার হইতে ২২.৯৯ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৬০.৫০ মিটার হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ ২৩.০০ মিটার বা ততোধিক হইলে ইমারতের উচ্চতার কোন সীমা থাকিবে না।

ব্যাখ্যা।- সাইট সংলগ্ন রাস্তার অন্যূন ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সর্বনিম্ন যে প্রস্থ থাকিবে তাহাই এই উপ-বিধির অধীন উক্ত রাস্তার প্রস্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী-গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য ইমারতের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৩। গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা ঃ-

(১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইমারতে গাড়ী আগমন-নির্গমন ও পার্কিং এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; পার্কিং স্থান উন্মুক্ত কিংবা আচ্ছাদিত হইতে পারিবে; পার্কিং স্থানে র‍্যাম্প এর ব্যবস্থা থাকিলে তাহা ন্যূনপক্ষে ১ঃ৮ ঢাল বিশিষ্ট এবং রাস্তা হইতে অন্যূন ৩.০০ মিটার দূরত্বে নির্মিত হইবে।

(২) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ইমারতের ন্যূনপক্ষে একটি গাড়ী পার্কিং এর জন্য ২৩ বর্গমিটার স্থান রাখা সাপেক্ষে, ইমারতের আয়তন বা ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত হারে গাড়ী পার্কিং স্থান রাখিতে হইবে, যথাঃ-

ইমারতের শ্রেণী	ইমারতের আয়তন ব্যবহারকারীর সংখ্যা।	গাড়ী পার্কিং স্থানের ন্যূনতম আয়তন।
(ক) আবাসিক	প্রতি ৩০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(খ) বাণিজ্যিক	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(গ) বিপণী বিতান	প্রতি ১০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ঘ) হাসপাতাল/ক্লিনিক	প্রতি ৩০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(চ) হোটেল	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ছ) রেস্তোরা	প্রতি ১০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(জ) প্রেক্ষাগৃহ/মিলনায়তন	প্রতি ২০ জন ব্যবহারকারীর জন্য ২৩ বর্গমিটার	
(ঝ) গুদাম ও কারখানা ১টি লরী/ট্রাকের মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান		
(ঞ) কারখানা প্রাঙ্গণে প্রশাসনিক, বিক্রয় ইত্যাদি বাণিজ্যিক দপ্তর থাকিলে,		

প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, গাড়ী পার্কিং স্থানের চাহিদা উক্ত উপ-বিধিতে বর্ণিত হারের অর্ধেক হইবে, তবে ন্যূনপক্ষে একটি গাড়ী পার্কিং এর প্রয়োজনীয় স্থান থাকিতে হইবে।

(৪) যে সকল পরিকল্পিত বাণিজ্যিক এলাকায় গাড়ী পার্কিং স্থান রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত পার্কিং স্থানের ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত ইমারতের ক্ষেত্রে এই বিধিতে বর্ণিত গাড়ী পার্কিং স্থান সংক্রান্ত বিধানাবলী শিথিলযোগ্য হইবে এবং ইমারত নির্মাণ কমিটি বা অথরাইজড অফিসার সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। **বিভিন্ন তলার নাম ও ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের শর্তাবলী ঃ-**

(১) যে কোন ইমারতের তলাসমূহকে ভূ-গর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট ফ্লোর), অর্ধ ভূ-গর্ভস্থ তলা (হাফ বেজমেন্ট ফ্লোর), নীচ তলা বা প্রথম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর), দ্বিতীয় তলা (ফার্স্ট ফ্লোর), তৃতীয় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর) ইত্যাদি হিসাবে অভিহিত করা হইবে।

(২) ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমির উপরিভাগে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসৃত হইবে;

(খ) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবাসিক কক্ষ, রান্নাঘর, স্নানঘর ও টয়লেট নির্মাণ করা যাইবে না;

(গ) ভূ-গর্ভস্থ তলার ঃ-

(অ) দেয়াল এবং মেঝে পানি ও আর্দ্রতারোধক হইতে হইবে;

(আ) সমগ্র স্থানটি স্বাভাবিক কিংবা যান্ত্রিকভাবে বাতাস চলাচলযুক্ত হইতে হইবে; এবং

(ই) ভূমি সমান্তরাল নর্দমার পানি উক্ত তলায় প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ তলা ও ইমারতের ভিত্তি নির্মাণ আরম্ভ করার দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; নির্মাণ চলাকালীন সময়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার ইমারত বা ইমারতসমূহের (যদি থাকে) যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই লক্ষ্যে সাবধানতা-স্বরূপ প্রতিরক্ষা বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ করিতে হইবে।

১৫। **আলো-বাতাস চলাচালের ব্যবস্থা ঃ-**

(১) ইমারতের সকল শয়ন কক্ষে দরজা, জানালা, ফ্যান, লাইট ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাভাবিক আলো-বাতাস চলাচলের নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে।

(২) রান্নাঘরের অবস্থান ইমারতের বহির্দেয়ালে হইতে হইবে।

১৬। **ছাদ, কার্নিশ ও সানসেড ইত্যাদি নির্মাণ ঃ-** (১) ইমারতের ছাদ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা হইতে রাস্তা, বা অন্যের জমিতে কিংবা কাঠামোতে পানি নিষ্কাশিত না হয়।

(২) ইমারতের ছাদ বা কার্নিশ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের উপর অনধিক ০.৫০ মিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

(৩) ইমারতের দরজা বা জানালার উপর অনধিক ০.৫০ মিটার প্রস্থের সানসেড আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ করা যাইবে।

১৭। **জরুরী নির্গমন পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ ঃ-**

(১) ইমারতের মেঝের যে কোন অবস্থান হইতে অনধিক ২৫ মিটারের মধ্যে জরুরী নির্গমন পথ থাকিতে হইবে এবং উক্ত নির্গমন পথ সিঁড়ির লবি ও লিফট-লবি হইতে পৃথক ও নীচ তলার সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা ।- এলিভেটর বা এসকেলেটর এই উপ-বিধির অধীন জরুরী নির্গমন পথ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(২) ইমারতের যে কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা, উহাদের লিখিত ব্যবহার বা প্রয়োগ বিধিসহ স্থাপন করিতে হইবে এবং ইমারতে অবস্থানকারীদের ত্বরিত

ইমারত ত্যাগের নির্দেশ জ্ঞাপক "ফায়ার এলার্ম" প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) ইমারতে বজ্রপাত নিরোধকের যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) সাত বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট আবাসিক ইমারতের ক্ষেত্রে গৃহস্থালী আবর্জনা অপসারনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং বিভিন্ন ধরণের আবর্জনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) তিন বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে উহার নীচ তলার সিঁড়ি বা প্রবেশ ফটকের কাছে চিঠির বাক্স স্থাপনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৮। **আবাসিক ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী ঃ-**

(১) ইমারতের মূল আচ্ছাদিত অংশ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান ব্যতীত সাইটের অবশিষ্টাংশে নির্মাণ করিতে হইবে; আচ্ছাদিত অংশের বাহিরে কেবল একটি গ্যারেজ এবং গেইট সংলগ্ন একটি দারোয়ান কক্ষ নির্মাণ করা যাইবে; গ্যারেজের উপর ভৃত্য কক্ষ নির্মাণ করিতে হইলে উহা আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের বাহিরে নির্মাণ করিতে হইবে এবং উহা ইমারতের আয়তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত গ্যারেজ ও দারোয়ান কক্ষের সর্বোচ্চ উচ্চতা ফরমেশন লেভেল হইতে ২.৭৫ মিটার এবং সর্বাধিক আয়তন, গ্যারেজের ক্ষেত্রে ২০.০০ বর্গমিটার এবং দারোয়ান কক্ষের ক্ষেত্রে ৩.০০ বর্গমিটার হইবে।

(৩) একাধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে সিঁড়ি কক্ষ হইতে রাস্তা পর্যন্ত ন্যূনতম ১.৭৫ মিটার প্রশস্ত নির্গমন পথ থাকিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, ইমারতের পশ্চাতে ও পার্শ্বে নিম্নলিখিত হারে ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, যথাঃ-

সাইটের আয়তন	ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান	
	ইমারতের পশ্চাতে	ইমারতের উভয় পার্শ্বে
(ক) ১৩৪ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.০০ মিটার	০.৮০ মিটার
(খ) ১৩৪ বর্গমিটারের অধিক হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.০০ মিটার	১.০০ মিটার
(গ) ২০০ বর্গমিটারের অধিক হইতে ২৬৮ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.৫০ মিটার	১.০০ মিটার
(ঘ) ২৬৮ বর্গমিটারের অধিক	২.০০ মিটার	১.২৫ মিটার

তবে শর্ত থাকে যে ঃ-

(ক) সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে রো-হাউজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পের অনধিক ১৩৪ বর্গমিটার (২ কাঠা) পর্যন্ত সাইটের ক্ষেত্রে, ইমারতের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থান না রাখিলেও চলিবে; এবং

(খ) সরকারী অনুমোদনক্রমে, সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় গৃহায়ন নীতির আওতায়, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পে ২৫ বর্গমিটার হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট সাইটের ক্ষেত্রে, ইমারতের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থান না রাখিলেও চলিবে; তবে ইমারতের পিছনে ও সামনে সাইটের সীমানা হইতে যথাক্রমে অন্যূন ১.০০ মিটার ও ১.৩০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) একই সাইটে একাধিক ইমারত নির্মাণ করিতে হইলে দুই ইমারতের মধ্যে সামনাসামনী ৫.০০ মিটার এবং পাশাপাশি ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

১৯। **গ্যারেজ নির্মাণের বিধাবলী ঃ-** (১) আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে গ্যারেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) সীমানা দেয়াল সংলগ্ন গ্যারেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জমির দিকে কোন জানালা রাখা যাইবে না।

(৩) রাস্তা হইতে সরাসরি গ্যারেজে প্রবেশের ব্যবস্থা অর্থাৎ সাইটের সম্মুখ সীমানা বরাবর গ্যারেজে কোন

প্রবেশ পথ রাখা যাইবে না; যদি এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হয় তবে গ্যারেজটি রাস্তার সীমানা হইতে ন্যূনতম ১.৫০ মিটার দূরে নির্মাণ করিতে হইবে।

(৪) গ্যারেজটি এমনভাবে নির্মিত হইবে যেন উহা হইতে রাস্তা বা অন্যের জমিতে পানি নিষ্কাশিত না হয়; গ্যারেজের পার্শ্ববর্তী জমির ফরমেশন লেভেল হইতে গ্যারেজ বা তৎসংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্যের উচ্চতা ২.৭৫ মিটারের অধিক হইবে না।

(৫) গ্যারেজ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে অবস্থিত হইলে গ্যারেজের উপর কোন কক্ষ বা কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৬) গ্যারেজের উপরস্থ কোন স্থান ব্যালকনি হিসাবে এমনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর কাহারও একান্ততায় ব্যাঘাত ঘটে।

২০। **বাণিজ্যিক ইমারত ও গুদাম নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী** ঃ-(১) ইমারতের পশ্চাতে ও সম্মুখে নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, যথাঃ-

	পশ্চাত দিক	সম্মুখ দিক
সরকার, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক উন্নয়নকৃত এলাকায় অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে	১.৫০ মিটার (যদি পশ্চাত দিকে কোন রাস্তা না থাকে)	১.৫০ মিটার (কেবল নীচ তলায়)
ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক সাইটের ক্ষেত্রে।	১.৫০ মিটার	রাস্তার কেন্দ্র হইতে ৪.৫০ মিটার অথবা রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে ১.৫০ মিটার, যাহা অধিকতর।

(২) বেসরকারী উদ্যোগে উন্নয়নকৃত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক এলাকার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উন্নয়নকৃত সাইটের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

২১। **সমাবেশস্থল জাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী** ঃ-প্রেক্ষাগৃহ, মিলনায়তন, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, ২০০ বর্গমিটারের অধিক আয়তন বিশিষ্ট বিপনী বিতান ও সমজাতীয় সমাবেশস্থল বিশিষ্ট ইমারতের পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বে অন্যূন ৩.০০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং উহার মূল লবির প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার এবং প্রধান ফটক অন্যূন ৩.০০ মিটার প্রশস্থ হইতে হইবে।

২২। **শিল্প ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী** ঃ- (১) কোন শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ স্থান আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(২) ইমারতে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ও অপসারনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২৩। **হোটেল নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী** ঃ- (১) কেবল বাণিজ্যিক অথবা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হোটেল নির্মাণ করা যাইবে।

(২) সাইটের সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ অনুরূপ ইমারত দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং ইমারতের পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে যথাক্রমে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার ও ১.২৫ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২৪। **হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমজাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী** ঃ-সাইটের সর্বাধিক অর্ধাংশ অনুরূপ ইমারত দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং ইমারতের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে ন্যূনতম ৩.০০ মিটার করিয়া স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২৫। **সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী** ঃ-(১) সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতে-

(ক) আরোহন-অবরোহনের জন্য এলিভেটর এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহতকালীন সময়ে সিঁড়িপথ, করিডোর, এলিভেটর, পানির পাম্প, রান্নাঘর প্রভৃতি স্থানে অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার স্বার্থে একটি সদা প্রস্তুত বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপন

করিতে হইবে; এবং

(গ) জাতীয় ইমারত নির্মাণ কোড অথবা অগ্নি প্রতিরোধ দপ্তর অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) ৪৫.৭০ মিটার (১৫৩.০´) বা ততোধিক উচ্চতা বিশিষ্ট ইমারতের উপর বিমান চলাচলের নিরাপত্তা জ্ঞাপক লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) দশ বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতের দুই পার্শ্বে অন্যূন ২.৫০ মিটার এবং পশ্চাতে অন্যূন ৩.০০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৪) দশ বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট আবাসিক ইমারতের অভ্যন্তরে অথবা অংগনে মোট মেঝে এলাকার অন্যূন ৫% স্থান কম্যুনিটি স্পেস হিসাবে রাখিতে হইবে; ইমারতের ছাদ কম্যুনিটি স্পেস হিসাবে গণ্য হইবে না।

২৬। **বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ঃ-**

(১) কোন বিশেষ এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, কী-পয়েন্ট ইনষ্টলেশন, জাতীয় নিরাপত্তা; বিমান চলাচল ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য নীতিমালা উক্ত এলাকায় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভি, আই, পি, সড়কসমূহের পার্শ্বে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনদানকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

২৭। **পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশেষ বিধানাবলী ঃ-** (১) কোন পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত কাগজপত্র ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে উক্ত কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য গৃহীত ছাড়পত্র;

(খ) জায়গার অবস্থান, পার্শ্ববর্তী জায়গার পরিবেশগত অবস্থা, পাহাড়ি জমির উচ্চতা, ঢালু অংশ, সমতল ভূমি বা নীচু ভূমি, খাল, গর্ত ইত্যাদি প্রকারের জমির টপোগ্রাফিক্যাল বা কনটোর ম্যাপ; এবং

(গ) রাস্তার প্রোফাইলসহ প্রস্তাবিত জায়গার উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং এলাকার সহিত সংযোগকারী রাস্তা, নালা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন লাইন ইত্যাদি এবং পরিবেশ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ, রিটেইনিং ওয়াল ও প্রতিরক্ষা দেয়াল, টেরাসিং প্যালাসাইডিং ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত নকশা।

(২) কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের পাদদেশে টার্ফিং এবং ঢালকে স্টেবিলাইজ করিয়া ধ্বংস নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যে সমস্ত নালা বা খালের উৎস কর্তনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের সহিত সংযুক্ত সে সমস্ত নালা বা খালের উৎসমুখে স্পিলওয়ে, সিলটট্রাপ ইত্যাদি নির্মাণ করিতে হইবে।

২৮ **পুকুর খননের বিশেষ বিধানাবলী ঃ-** সাইটের সীমানা হইতে কমপক্ষে ৩.০০ মিটার অভ্যন্তরে পুকুর খনন করিতে হইবে এবং খননের গভীরতা পার্শ্ববর্তী সীমানা হইতে ৪৫ ডিগ্রী কোণের অধিক হইবে না।

২৯ নোটিশ জারীকরণ ঃ- ধারা ৩বি, ৩ডি, ৪, ৫, ৬ ও ১০ এর অধীন জারীযোগ্য সকল নোটিশ বা আদেশ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর First Schedule এর Order V এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করা হইবে।

৩০ রহিতকরণ ঃ- ১৯৮৪ সনের ইমারতের নির্মাণ বিধিমালা এতদ্বারা রহিত করা হইল।

তফসিল-১

(বিধি ২ এর দফা (চ) দ্রষ্টব্য)

Building Construction Act, 1952 (E.B Act II of 1953) এর section 3 এবং 3c-এর অধীন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের ফরম।

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ নাম ঃ-

২। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ ঠিকানা ঃ-

(ক) বর্তমান/ডাকযোগাযোগের ঠিকানাঃ

(খ) স্থায়ী ঠিকানাঃ

৩। যে দাগের জমিতে ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করা হইবে উহার বিবরণ ঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা/উন্নয়নকৃত এলাকার নামঃ

(খ) দাগ ও খতিয়ান নং (জরিপ মোতাবেক)/প্লট নংঃ

(গ) মৌজার নাম/ব্লক নং/সেক্টর নংঃ

(ঘ) ওয়ার্ড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

(ঙ) রাস্তার নামঃ

(চ) সিট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

(ছ) দাগে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের অংশের পরিমাণঃ

(জ) আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ কি সূত্রে সাইটের জমি অর্জন করিয়াছেন (মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে)ঃ

৪। সাইটের বিবরণ ঃ-

(ক) সাইটের আয়তন (ক্ষেত্রফল)ঃ

(খ) সাইটের চৌহদ্দী (বাহুর পরিমাণ)ঃ

উত্তরেঃ

দক্ষিণেঃ

পূর্বেঃ

পশ্চিমেঃ

(গ) ইমারত দ্বারা সাইটের যে পরিমাণ স্থান আচ্ছাদিত হইবে তাহার বিশদ বিবরণ-

১ম তলা –

অন্যান্য তলা –

(ঘ) সাইটের নিকটস্থ রাস্তার বিবরণ-

(১) নামঃ

(২) অবস্থান (কোনদিকে)ঃ

(৩) দূরত্বঃ

(৪) বিস্তারঃ

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাইটে যাতায়াতের উপায়ঃ

(চ) সাইটের বিভিন্ন দিকে যে পরিমাণ স্থান উন্মুক্ত রাখা হইবে-

উত্তর সীমানা হইতেঃ

দক্ষিণ সীমানা হইতেঃ

পূর্ব সীমানা হইতেঃ

পশ্চিম সীমানা হইতেঃ

৫। সাইটের পূর্ব নির্মিত কাঁচা/পাকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ ঃ-

(ক) পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণঃ

(খ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদিত হইলে পূর্ব নির্মিত ইমারতের কোন অংশ ভাংগিতে হইবে কিনা এবং হইলে তদ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণঃ

৬। এলাকার বিভিন্ন সেবা-সুযোগের বিবরণ ঃ-

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আছে কিনাঃ

(খ) পানি সরবরাহ লাইন আছে কিনাঃ

(গ) গ্যাস সরবরাহ লাইন আছে কিনাঃ

(ঘ) পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন আছে কিনাঃ

(ঙ) প্রস্তাবিত ইমারতের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে কিনাঃ

৭। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের কাজ কখন শুরু হইবেঃ-

৮। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যঃ-

৯। অথরাইজড অফিসারের অনুমোদন ব্যতীত আবেদনকারী পূর্বে কোন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করিয়া থাকিলে তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর অধীন নোটিশ জারী হইয়াছে কিনাঃ-

১০। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন সম্পর্কে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর section 12 এর অধীন কোন মামলা দায়ের হইয়াছে কিনাঃ-

১১। প্রস্তাবিত পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের স্থান হইতে নিকটবর্তী ঃ-

(ক) রাস্তার দূরত্বঃ

(খ) ইমারতের দূরত্বঃ

(গ) পয়ঃ নালার দূরত্বঃ

(ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের দূরত্বঃ

(ঙ) গ্যাস সরবরাহ লাইনের দূরত্বঃ

আমি .... ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নকশার .... ফর্ম এবং .... টাকা ফি.. ব্যাংকে .... শাখার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার/ট্রেজারী চালান নং .... তারিখ .... এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান এর কপি এতদসংগে সংযুক্ত করতঃ ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত নকশা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬ মোতাবেক প্রণীত এবং এই আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত নকশার সমস্ত বিবরণ সত্য।

আবেদনকারীর/আবেদনকারীগণের নাম ও স্বাক্ষর ....

ক) পূর্ণ নাম ....স্বাক্ষর......................

(খ) ঠিকানা ....

(গ) ফোন নং (যদি থাকে) ....

তফসিল-২

(বিধি ৪ দ্রষ্টব্য)

ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের ফি

ইমারতের সর্বমোট বেষ্টিত এলাকার আয়তন	দেয় ফি (টাকা)
৫০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	১০০
৫১ বর্গমিটার হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২০০
১০১ বর্গমিটার হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩০০
২০১ বর্গমিটার হইতে ৩০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪০০
৩০১ বর্গমিটার হইতে ৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭৫০
৫০১ বর্গমিটার হইতে ১,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২,১০০
১,০০১ বর্গমিটার হইতে ১,৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪,৫০০
১,৫০১ বর্গমিটার হইতে ২,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৬,৩০০
২,০০১ বর্গমিটার হইতে ৩,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১৫,০০০
৩,০০১ বর্গমিটার হইতে ৪,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২৪,০০০
৪,০০১ বর্গমিটার হইতে ৫,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩৬,০০০
৫,০০১ বর্গমিটার হইতে ১০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪৮,০০০
১০,০০১ বর্গমিটার হইতে ১৫,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৬০,০০০
১৫,০০১ বর্গমিটার হইতে ২০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭৫,০০০
২০,০০১ বর্গমিটার হইতে ৩০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১,২০,০০০
৩০,০০০ বর্গমিটার এর অধিক	২,১০,০০০

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষর– মোঃ হাসিনুর রহমান

সচিব।